

এপ্রিল ২০১৬

কোয়ান্টাম বুলেটিন



চলমান ৪০০ ব্যাচের প্রত্যয়নে বরণ্য কবি সৈয়দ শামসুল হক মনের শক্তির বিকাশ ঘটায় কোয়ান্টাম

অধ্যাপক ড. এ আর খান
শিক্ষা কার্যক্রমের
অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত
কোয়ান্টাম মেথড



শৈশবে গুরুজনদের কাছে শুনেছি, কদরের রাতে গাছপালা বাড়িঘরসহ সমস্ত সৃষ্টি নাকি এক পলকের জন্যে সেজদায় অবনত হয়। সৌভাগ্যক্রমে আমার জন্মও ২৭ রমজানে, তাই একটু স্বাধীনতাও পেতাম জন্মদিনে, আর রাতের পর রাত অপেক্ষা করতাম সেই সেজদা দেখার জন্যে। সেই সৌভাগ্য হয় নি।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের চার দিন পর অংশগ্রহণকারীদের মুখে যেসব অর্জনের কথা আজ শুনলাম, তাতে মনে হলো, যে বিস্ময়ের জন্যে

আমি শিশুকাল থেকে অপেক্ষা করেছি কিন্তু দেখি নি-তার চেয়ে বড় না হোক, অন্তত কাছাকাছি বিস্ময় আমি এখানে দেখেছি!

আমি এসেছি, আমি দেখেছি। মনের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জীবনের ব্যর্থতা ও অভাব থেকে উত্তরণের যে ঘটনাগুলো সবাই এখানে বললেন- শুনে আমি সত্যিই হতবাক হয়ে গেছি।

সক্রেটিস বলেছিলেন, নিজেকে জানো। অর্থাৎ নিজের শক্তিকে অনুভব করো। এই মনের শক্তিটা ব্যক্তিগত জীবনে আমি বহুবার অনুভব করেছি।

বিজ্ঞানলেখক আর্থার সি ক্লার্ক বলেছেন, মানুষ যা কল্পনা করতে পারে সেটাই বাস্তবায়িত করতে পারে। তাই কল্পনা করতে হবে। এবং কল্পনাটা অযৌক্তিক হবে না, যুক্তিভিত্তিক হবে। এ জ্ঞানটাই আমার অনেক দিনের বন্ধু মহাজাতক আমাদের সবাইকে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি অগণিত মানুষের মানস সংগঠনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার পরিবার সুফি পরিবার। হযরত শাহ সৈয়দ আলী মাহমুদের আমি ত্রয়োদশ পুরুষ। আমার শরীরে আধ্যাত্মিক রক্ত নিশ্চয়ই প্রবাহিত আছে। আমি স্রষ্টায় বিশ্বাস করি, সৃষ্টির শক্তিতে বিশ্বাস করি। সর্বোপরি বিশ্বাস করি, সকল ধর্মের সকল মানুষের মধ্যেই সত্য বিরাজ করে। আর সেই সত্যকে অনুভব করার একটি পথ হচ্ছে মনের শক্তিকে বিকশিত করা, মানসকে সংগঠিত করা। সেই কাজটি মহাজাতক খুব সুন্দরভাবে করছেন। কল্যাণকরভাবে করছেন। এবং ব্যাপক সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণ এখানে রয়েছে। তার ওপরে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি ৪৫ বছর ধরে পড়াই। সেখানে তিনটি বিভাগ পরিচালনা করেছি, এছাড়াও আরো দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলাম। কিন্তু এখানে এসে যা শুনলাম ও শিখলাম-আমি অভিভূত!

কবিতায় আছে, সহজ কথা যায় না বলা সহজে। কিন্তু এ কোর্সের প্রশিক্ষক মহাজাতক সত্য কথাগুলো সহজভাবে বলেছেন। বিভিন্ন উদাহরণ ও প্রচলিত গল্পের মাধ্যমে প্রত্যেকের হৃদয়ে গাঁথে দিয়েছেন কথাগুলো।

এখানে অনেক কিশোর-তরুণ অংশ নিয়েছে, এ চার দিনে আমি তাদের অনেকের সাথে কথা বলেছি। এ কোর্স ওদের জন্যে নানা দিক থেকে বিশেষভাবে উপকারী। সুদীর্ঘ শিক্ষক-জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এ কোর্সের বিভিন্ন বিষয় স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

আমি ৪০ বছর আগে মন নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কোর্স করেছি। কিন্তু মেডিকেল সায়েন্স ও আধুনিক জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এ কোর্সটি শ্রেয়তর বলে আমি বিশ্বাস করি। পূর্বোক্ত প্রশিক্ষণগুলোর তুলনায় এটি একটি বিপ্লব।

আমি মনে করি, আধুনিক মানুষের শিক্ষাজীবন ও পারিবারিক জীবনসহ সবদিক বিবেচনায় এটি একটি টোটাল প্যাকেজ। নিজেকে ভালবাসলে ও দেশকে ভালবাসলে প্রত্যেকেরই এতে অংশগ্রহণ করা উচিত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স ডিপার্টমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এবং বর্তমানে এ বিভাগের সুপারনিউম্যারারি প্রফেসর ড. এ আর খান চলমান ৪০০ ব্যাচের প্রত্যয়নে একথা বলেন।

কোয়ান্টাম মেথড

৪০০ চলমান ১১ ঢাকা
১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ এপ্রিল
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

কোয়ান্টাম কোয়ান্টাম ৪০০! ৪০০!!

সিলেট

৮, ৯, ১০ ও ১১ এপ্রিল
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

যশোর

২২, ২৩, ২৪ ও ২৫ এপ্রিল
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

খুলনা

৬, ৭, ৮ ও ৯ মে
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

বর্ষবরণ ১৪২৩

প্রতিবারের মতো এবারও বাংলা নববর্ষ ১৪২৩-কে আনন্দমুখর পরিবেশে বরণ করে নেবে ফাউন্ডেশনের সেন্টার শাখা সেল প্রি-সেলের সর্বস্তরের সদস্যরা। আসন্ন বাংলা বছরটিকে এদিন স্বাগত জানানো হবে 'সুখী জীবন' মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে। এরপর থাকবে আত্ম উন্নয়নমূলক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সেন্টার শাখা সেল প্রি-সেলের কার্যালয় ছাড়াও উন্মুক্ত মাঠ, পার্ক ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বর্ষবরণের আয়োজন করবেন ফাউন্ডেশনের সদস্যরা। নতুন বছরে আমরা সবাই মিলে যেন সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবনের পথে এগিয়ে যাই, কোয়ান্টাম পরিবারের সবার জন্যে এ শুভ কামনা জানিয়েছেন গুরুজী ও মা-জী।

মাটির ব্যাংক হালখাতা উৎসব ২২ ও ২৩ এপ্রিল করসেবা

ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এপ্রিল মাস জুড়ে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক হালখাতা উৎসব উপলক্ষে ২২ ও ২৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ করসেবা।

এ হালখাতা উৎসবে দেশজুড়ে ফাউন্ডেশনের সব সেন্টার শাখা সেল প্রি-সেলগুলো অংশ নেবে মাটির ব্যাংক সংগ্রহ ও বিতরণে। আত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশী সহকর্মী ও পরিচিতদের মাঝে ইতঃপূর্বে বিতরণকৃত প্রতিটি মাটির ব্যাংক সংগ্রহ এবং নতুন মাটির ব্যাংক পৌঁছে দেয়াই এ করসেবার লক্ষ্য। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে মাটির ব্যাংক থেকে সারা বছরে মোট সংগ্রহ ছিল ২১ কোটি ৩০ লক্ষাধিক টাকা।

QUANTUM the SCIENCE of LIVING

আফজাল হোসেন। তিনি দেশের একজন সফল ও খ্যাতিমান অভিনেতা, নাট্যকার, নির্মাতা, চিত্রশিল্পী ও লেখক। গুণী এই সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সম্প্রতি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৯৭ ব্যাচে অংশ নেন। কোর্সের প্রত্যয়ন ও পরবর্তীতে নেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি তার বহুমুখী কাজ ও জীবনদর্শন এবং কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের নানা দিক নিয়ে বলেছেন।

ভালো কথা ভালো কাজ সবসময়ই আশা যোগায়

আফজাল হোসেন

আমার খুব পড়ার নেশা। আর আছে জীবন সম্পর্কে জানার আগ্রহ। কীভাবে জীবন উন্নয়ন করতে হয়, কীভাবে সফল পেশাজীবী হতে হয়—এসব বিষয়ে আমি প্রচুর পড়েছি।

কিন্তু কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে আমার একটা উপলব্ধি হলো, পড়ে আসলে এগুলো কিছুই জানা হয় নি আমার; কারণ পড়া মানে আমি কেবল পাঠকই থেকে গেছি, আর এ কোর্স থেকে যখন দিন শেষে বাড়ি ফিরেছি—মনে হয়েছে আমি সত্যিই একজন শিক্ষকের কাছ থেকে ফিরলাম।

আমি যা পড়েছি, গুরুজী এখানে তা-ই বলছেন। এবং সবার উপযোগী করে বলছেন। এ কোর্সে অংশ নিয়েছেন যারা, তারা একেকজন একেক মাত্রার মানুষ। স্বাভাবিকভাবেই সমাপরিমাণ মেধা কিংবা অনুধাবন-ক্ষমতা এখানে সবার নেই। কিন্তু তিনি সবার কাছে সমানভাবে পৌঁছাচ্ছেন।

আমি মনে করি, এটা একটা মহাযোগ্যতা। সবচেয়ে বড় কথা, কঠিন কথাগুলো তিনি বলেছেন নানান হাস্যরসের মধ্য দিয়ে, যেন আমরা তা মনে রাখতে পারি। ধারণ করতে পারি।

আরেকটি ব্যাপার আমার খুব ভালো লেগেছে, এ কোর্সের চার দিন যাদের সাথে কাটিয়েছি—তাদের সবাইকে ‘আমার’ বলে মনে হয়েছে। অসম্ভব সুন্দর কিছু মানুষ এদেশে রয়েছেন তা পুনর্বীর বিশ্বাস করতে হলো। এই চারটি দিন তারা সবাই একেবারে মুগ্ধ হয়ে প্রতিটি ভালো কথা শুনেছেন। যে সময়টিতে আমরা বাস করছি, যে সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি প্রতিনিয়ত, আমরা প্রতিদিন অসংখ্য আবর্জনা গিলছি। তার মধ্যে ভালো কথা শোনা মানে হলো, মনে যে হতাশাটা ছিল সেটি আর থাকছে না।

মানুষের হতাশা হওয়ার নানান কারণ থাকে। আমার মধ্যেও কিছু কষ্ট-হতাশা আছে। আমি স্রষ্টায় বিশ্বাস করি এবং ব্যক্তিগত পারিবারিক পেশাগত জীবনে নিজেকে একজন সুখী মানুষ বলেই মনে করি। কিন্তু কথা হচ্ছে, সমাজে আমরা কেউ একা বাস করি না, আমি একা সুখী মানেই সুখী নই। আমার পাশের মানুষটি কী আচরণ করেছে তা দিয়ে আমরা প্রভাবিত হই। এই হতাশাটি আমাকে প্রায়ই আক্রান্ত করে।

বন্ধুরা বলে, গায়ে মাখিস কেন? কিন্তু আমি নিজে যখন বিশ্লেষণ করি তখন মনে হয়, আমি তো হাঁস না, আমি মানুষ। আমার যদি অনুভূতি থাকে তাহলে গায়ে মাখব না কেন? চার দিন পর এ কথাটাই আবার মনে হচ্ছে, মানুষ হিসেবে নিজের চিন্তাভাবনা দিয়ে আমরা যেন অন্যকে আক্রান্ত না করি।

অনেক সাংবাদিক আমাকে প্রশ্ন করেন—আপনি অভিনয় করেন, বিজ্ঞাপন-নাটক নির্মাণ করেন, উপস্থাপনা করেন, ছবি আঁকেন, লেখেন—এর মধ্যে কোন পরিচয়টা আপনার কাছে সবচেয়ে বড়?

আমি কখনো বলি না যে, অমুক পরিচয়টা আমার কাছে বড়; আমি বলি—‘মানুষ’ পরিচয়টা আমার কাছে সবচেয়ে বড়। এবং আমার প্রতিটা কাজের মধ্য দিয়ে যদি আমার ভেতরের ‘ভালোত্ব’টাকে প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তাহলে আমি যে ‘মানুষ’ হিসেবে জন্ম নিয়েছি, সে ঋণটা শোধ হয়।



অনেকে আবার জানতে চান, কেন কাজ করেন? কাজটা আমি করি আসলে উপভোগের জন্যে। আমি যে কাজগুলো করি তার মধ্যে একটা আনন্দ আর উপভোগের ব্যাপার আছে, আমি মূলত সেটাই খুঁজে বেড়াই। কারণ জীবনটা তো একবারের। তাই নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ ও কাজের মধ্য দিয়ে আমি ভিন্ন ভিন্ন একেকটি জগতকে বুঝতে, জানতে, আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছি সবসময়।

আর যে-কোনো কাজে দক্ষতা কিংবা সাফল্য অর্জনের জন্যে অধ্যবসায় তো লাগেই। এটা ছাড়া কিছু হয় না। জীবন মানে এই নয় যে, সবকিছু সহজে প্রাপ্তি ঘটবে। এখানে সবকিছু অর্জন করে নিতে হয় এবং অধ্যবসায় দিয়েই সেটি করতে হয়। আমিও তা-ই করেছি। নিজেকে ক্রমাগত বদলে নিয়েছি।

বর্তমান সময়ে অভিনয়কে পেশা হিসেবে নিয়ে একজন অভিনেতা প্রচুর উপার্জন করতে পারেন। কিন্তু আমার কখনো মনে হয় নি যে, আমি অভিনয়কে পেশা হিসেবে নেব। কারণ প্রতিদিন একই কাজ, ওটাতে এক ধরনের একঘেয়েমি আছে।

আমার সবসময় মনে হয়েছে, একটা জায়গা দরকার, একটা ভাবনা দরকার, সেই ভাবনার জগতে ঢোকা দরকার এবং তাতে লেগে থাকা দরকার। আমি সেটাই করতে চেয়েছি। বাঁচতে চেয়েছি নতুন নতুন উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণায়।

চাওয়া আমারও আছে, কিন্তু তা আমাকে লোভী করে না। যদি লোভ থাকত তাহলে প্রতিমুহূর্তেই মনে হতো, আমি যা করছি তা আমার উপার্জনের জন্যে যথেষ্ট নয়। ফলে অশান্তি বাড়ত, শরীর-মনে অসুখ ঢুকত। মনে হতো, প্রতিদিন কেন নাটক করছি না? করলে তো লোকে নিত্য প্রশংসা করত। এমনি নানা অভাব অতৃপ্তি মনোযাতনা পীড়ন আসতে পারত।

কিন্তু বরাবরই জীবনকে উপভোগ করতে চেয়েছি বলে আমার ক্ষেত্রে এটা ঘটে নি। আমি বলতে পারি, কোনোকিছুই আমাকে আমার ভেতর থেকে বের করে নিয়ে যেতে পারে না। আমাকে আমার মতো থাকতে দেয়। আমি দাবি করতে পারি, আমি ভালো

আছি। আমার জীবন অর্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। আমার কাছে জীবনের প্রতিটা দিনই তাই গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয়।

আমি ও আমার বন্ধু হুমায়ুন ফরীদী, আমরা দুজনই একই বয়সের, একইসাথে অভিনয় করেছি, কিন্তু আজ ও নেই, আমি বেঁচে আছি! এ পৃথিবীর আলো বাতাস বন্ধুসঙ্গ সবই উপভোগ করছি। এই বেঁচে থাকাটাই তো একটা স্মরণীয় ঘটনা। জীবনের প্রতিটা মুহূর্তই তাই স্মরণীয়।

আমি নিশ্চিত জানি যে, আমিও একদিন থাকব না, তখনো এ পৃথিবীর সবকিছু এভাবেই চলবে। ভালোভাবেই চলবে। সৃষ্টিকর্তা এখনো আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, এজন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে দেখেছি, কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিভঙ্গি ও এ-জাতীয় বিষয়গুলো নিয়ে বার বার বলা হয়েছে। এতে একজন মানুষের এ ধরনের অনুভূতি ও উপলব্ধিগুলো আরো শাণিত হয়ে ওঠে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি কোনো আশা নিয়ে কোয়ান্টামে আসি নি। নানারকম কাজে আমি ব্যস্ত থাকি, কয়েকটা দিন আমার অবসর দরকার ছিল। একটু ভিন্ন মাত্রার অবসর। সে হিসেবে বলতে পারি, সময়টা আমার খুব ভালো কেটেছে। আমি উপভোগ করেছি। আর সেটাই তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

আমি আবার এখানে আসব, আমার বন্ধুদের নিয়ে আসব—কোনো প্রাপ্তির আশায় নয়, আসব শুধু এই ভালো কথাগুলো শোনার জন্যে। আশা তো জাগায় ভালো কথা, ভালো কাজ। আমাদের দেশটায় ভালো কথার খুব অভাব রয়েছে। কোর্সে যতক্ষণ ছিলাম, মনে হয়েছে, এ কথাগুলো যদি দেশের সব অঞ্চলের সব মানুষকে শোনানো যেত, সচেতন করা যেত, খুব ভালো হতো।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : ডা. আতাউর রহমান

গুরুজীকে লেখা চিঠি

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,
আসসালামু আলাইকুম।

কিছুদিন আগে একটা ভয়াবহ ভূমিকম্পের কারণে আমি অনেক ভয় পেয়েছিলাম। মনে হতো আমি আর বাঁচব না। আমার একেকটা রাত কাটত আতঙ্কের মধ্যে। কিছুই ভালো লাগত না। সবসময় মনে হতো, ঘরটা যেন কাঁপছে।

আমার স্বামী আমাকে মেডিটেশন করতে উদ্বুদ্ধ করলেন। তিনি কোয়ান্টাম থ্রাজুয়েট। তার উৎসাহে আমি অডিও শুনে মেডিটেশন করলাম এবং আমার মনে একটা আত্মবিশ্বাস জন্মাল।

এরপর সপরিবারে লামা কোয়ান্টামে যাওয়ার সুযোগ হলো। সেখানে রহমগিরিতে এবং আরোগ্যশালায় মেডিটেশন করার পর আমার ভয় অনেকটা কেটে গেল। মেডিটেশনের প্রতি আমার আগ্রহ আরো বেড়ে গেল এবং চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত ৪০০ তম ব্যাচে অংশগ্রহণ করলাম। কোর্সে এসে আল্লাহর রহমতে আমার সব ভয়ভীতি দূর হয়ে গেছে। চার দিনে আপনার আলোচনা

শুনে আমার অগোছালো সবকিছুই যেন ঠিক হয়ে গেছে। আমার স্বামীও কোর্স করার পর অনেক উপকৃত হয়েছেন। কোর্স সম্পন্ন করার পর তার পরিবর্তন দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি।



তার রাগ আগের তুলনায় অনেকটা কমে গেছে। আমি স্রষ্টার কাছে অনেক শুকরিয়া জানাই।

আল্লাহর রহমতে আমার স্বামী এবং দুই বছরের সন্তানকে নিয়ে আমি অনেক সুখে আছি। আপনি আমাদের সন্তানের জন্যে দোয়া করবেন। তাকে যেন আমরা মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলতে পারি এবং সবসময় কোয়ান্টামের সাথে থাকতে পারি।

—শান্তা ইসলাম নিশা
গৃহিণী, ৪০০ ব্যাচের থ্রাজুয়েট

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,

আসসালামু আলাইকুম। গত বছরের ডিসেম্বর মাস থেকে আপনার নির্দেশমতো আমি আয়ের পাঁচ ভাগের একভাগ মাটির ব্যাংকে দান করছি নিয়মিত। আল্লাহর অশেষ রহমতে নতুন বছরের শুরুতেই একটা বড় সুসংবাদ পেলাম। তা হলো, সুইডেন-এ Permanent Resident (PR) পাওয়া। গত কয়েক বছর ধরে আমার ও আমার স্ত্রীর ভিসা নিয়ে বেশ সমস্যা হচ্ছিল। কিন্তু পাঁচ ভাগের একভাগ দান শুরু করার পরের মাসেই আমাদের PR হয়ে গেল। এজন্যে কোনো টাকাও খরচ করতে হয় নি। এখন সুইডেনে পড়ালেখা আমাদের জন্যে ফ্রি হয়ে গেছে, যা নিঃসন্দেহে একটা বড় সুযোগ। সাফল্যের জন্যে আমি নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। দোয়া করবেন, আমি যেন সঠিক কাজ বেছে নিতে পারি। আমার স্ত্রী ও দুই সন্তানের জন্যে দোয়া করবেন।

—মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
আইটি প্রফেশনাল, ৪৫ ব্যাচের থ্রাজুয়েট

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ অভিমত

ওষুধ কোম্পানির মিথ্যা তথ্যে প্রাণ যাচ্ছে মানুষের

ওষুধের কাটতি বাড়াতে বিভিন্ন কোম্পানি নিজেদের পণ্য সম্পর্কে 'মিথ্যা তথ্য' দিয়ে বিভ্রান্ত করছে চিকিৎসকদের; আর তা সেবন করে প্রতিবছর বিশ্বে কয়েক লাখ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে বলে সতর্ক করেছেন যুক্তরাজ্যের একদল চিকিৎসক।

ব্রিটিশ দৈনিক দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ড. অসীম মালহোত্রা এবং ব্রিটেনের রানির সাবক চিকিৎসক স্যার রিচার্ড থমসনসহ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকদের এই দলটি ওষুধের প্রতিক্রিয়া ও কার্যকারিতা স্বাধীনভাবে তদন্ত করে দেখতে পার্লামেন্টের পাবলিক একাউন্টস কমিটির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

অসীম মালহোত্রা বলেন, ওষুধ কোম্পানিগুলো তাদের ওষুধ নিয়ে চিকিৎসকদের যেসব তথ্য দেন তাতে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। দেখা গেছে, অনেক ক্ষেত্রে ওষুধের কার্যকারিতা বাড়িয়ে বলা হয়েছে, আবার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া লুকিয়েছে কোম্পানিগুলো।

নতুন ওষুধের কার্যকারিতা পরীক্ষার পর ভুল তথ্য নথিভুক্ত করা এবং তা মেডিকেল জার্নালে প্রকাশ করার প্রমাণও পাবলিক একাউন্টস কমিটি পেয়েছে বলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট-এর খবরে বলা হয়।

এর ফলে একদল চিকিৎসক তৈরি হচ্ছে, যারা সঠিক তথ্য জানেন না। এর মূলে রয়েছে রোগীর

অধিকারকে গুরুত্ব না দিয়ে কর্পোরেট মুনাফা লাভের চেষ্টা। ইচ্ছাকৃতভাবে দেয়া এসব অস্বচ্ছ তথ্য রোগীদের মৃত্যু ও স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়িয়ে জানিয়ে মালহোত্রা যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনের (এফডিএ) এক প্রতিবেদনের তথ্য তুলে ধরেন।

এফডিএর ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, চিকিৎসকের পরামর্শে সেবন করা ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় ২০১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে এক লাখ ২৩ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া আরো ৮০ হাজারের বেশি মানুষ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে, যাদের অনেককেই হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে।

আক্রান্তদের কেউ কেউ পরে প্রতিবন্ধী হয়ে পড়ে বলেও সাম্প্রতিক এ প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

এফডিএ-র প্রতিবেদনের বরাতে দিয়ে মালহোত্রা জানান, যুক্তরাষ্ট্রে গত এক দশকে ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা তিনগুণ বেড়েছে। কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ক অধ্যাপক পিটার গোটজের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যপ্রমাণ বলছে, হৃদরোগ ও ক্যান্সারের পরে যুক্তরাজ্যে তৃতীয় বৃহত্তম ঘাতক হচ্ছে 'প্রেসক্রিপশনে দেয়া ওষুধ'।

ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের এ বিশেষজ্ঞ বলেন, ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সবচেয়ে বেশি হয় বয়স্ক নাগরিকদের ওপর। ৭৫ বছরের বেশি বয়সী, যাদের একাধিক ওষুধ খেতে হয়, তাদের মাথা বিমরিম ও মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার জন্যে দায়ী ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। এর ফলে তাদের কোমরে আঘাতসহ নানা ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ে।

ওষুধ কোম্পানির অর্থায়নে হওয়া সব গবেষণাই 'বিপণনমূলক' অ্যাখ্যা দিয়ে বিশেষজ্ঞ এই চিকিৎসক বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠান, মেডিকেল জার্নাল এবং চিকিৎসকরা ইচ্ছায় হোক বা

অনিচ্ছায় আর্থিকভাবে লাভবান হতে ওষুধ খাতের এ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে গেছেন।'

এর প্রভাব থেকে বাঁচতে 'সাংস্কৃতিক পরিবর্তন' এবং 'তথ্যের স্বচ্ছতা নিশ্চিতের' ওপর গুরুত্ব দেন মালহোত্রা। প্রেসক্রিপশন লেখার ক্ষেত্রে একটি সাংস্কৃতিক পরিবর্তন দরকার। পাশাপাশি ওষুধের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে কী হচ্ছে, তারও পরিষ্কার তথ্য থাকা দরকার। এতে ওষুধ কোম্পানির অর্থায়নে করা গবেষণার নৈতিক মান বাড়তেও উৎসাহ জোগাবে।

তথ্যসূত্র : বিডি নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম
(২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬)



বরিশালে কোয়ান্টাম কোয়ান্টাম ৪০০! ৪০০!!

সৈয়দ বজলুল হক কলেজ থেকে অংশ নিলেন ৭১ জন

২৫, ২৬, ২৭ ও ২৮ মার্চ বরিশালে অনুষ্ঠিত হলো কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৪০০ তম ব্যাচ। কোয়ান্টাম পরিবারের গ্রাজুয়েট, প্রো-মাস্টার, কোয়ান্টিয়ার, আডেন্টিয়ার, অর্গানিয়ার সকলের নিরলস পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফসল এই ৪০০ তম ব্যাচ। তারা বরিশালের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি অফিসে আয়োজন করেন কোয়ান্টাম সভা ও বৈঠক।

হোটেল গ্র্যান্ড পার্ক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ কোর্সটি বিশেষ মাত্রা পায় বরিশালের একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৪৬ জন শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী, কলেজ স্টাফ ও তাদের পরিবারের সদস্য মিলিয়ে আরো ২৫ জনের অংশগ্রহণে। প্রশান্তি সুস্বাস্থ্য সাফল্য অর্জনে মেডিটেশনের কার্যকারিতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বরিশালের বাইশারী ইউনিয়নের সৈয়দ বজলুল হক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ভাইস প্রিন্সিপালসহ অংশ নেন অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ। এর নেপথ্যশক্তি হিসেবে কাজ করেছে কলেজকে কেন্দ্র করে বাইশারী প্রি-সেল এবং সাদাকায়নে সবার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ।

মনছবি দেখি, দেশের সকল শিক্ষার্থী কোয়ান্টামের শিক্ষায় আলোকিত হবে

কাজী মিজানুল ইসলাম

তিন বছর আগে আমি বরিশালের বাইশারী কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করি। এরপর নিয়মিতই মেডিটেশনের কথা বলেছি চারপাশের সবাইকে। গত বছর বরিশালে ৩৮৩ তম কোর্সে আমার উৎসাহে অংশ নেন চার জন। কোর্সের পর তাদের যে প্রাপ্তি এবং পরিবর্তন, এটা সবাইকে খুব অনুপ্রাণিত করে।

এরপর কলেজেই একটা প্রি-সেল করার উদ্যোগ নিলাম এবং সুযোগও হয়ে গেল। এবছর লক্ষ্য ঠিক করলাম, আমাদের কলেজের সকল শিক্ষক ৪০০ ব্যাচে অংশ নিবেন। আল্লাহর রহমতে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছি। এতে কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতিসহ অন্যান্য ও ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছেন।

শিক্ষার্থীদের আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়োজন শিক্ষকদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সুন্দর জীবনচর্চা যা আমি কোয়ান্টামে এসেই পেয়েছি।

শুরু থেকেই কলেজটাকে দেশের অন্যতম সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করার স্বপ্ন আমি দেখেছি। এখন সেই স্বপ্ন এখানকার সকল শিক্ষকের মধ্যে। আমি মনছবি দেখি, দেশের সকল শিক্ষার্থী কোয়ান্টামের শিক্ষায় আলোকিত হবে। তাদের মধ্যে এই বিশ্বাসটা জেগে উঠবে যে, আমরাও পারি।

[কাজী মিজানুল ইসলাম, অধ্যক্ষ, সৈয়দ বজলুল হক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। ১৩৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



বরিশালে অনুষ্ঠিত ৪০০ ব্যাচে অংশ নেয়া সৈয়দ বজলুল হক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষকদের একাংশ, এছাড়াও কোর্স রিজুভিনেশনে অংশ নেন পূর্ববর্তী ব্যাচগুলোতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা

দায়িত্ববোধ গড়ে দেয় কোয়ান্টাম

মো. শাহজাহান আলী

গুরুজীর প্রতিটি কথা খুব ভালো লেগেছে। মনে হয়েছে, বার বার শুনি। মনোদৈহিক উন্নয়নের জন্যে, সুখী পরিবার ও সফল পেশাজীবনের জন্যে এই কোর্স প্রয়োজন।

এই কোর্সে ধর্মের সাথে বিরোধপূর্ণ কিছু পাই নি। বরং মনে হচ্ছে, ধর্মকে এখন আরো ভালোভাবে পালন করতে পারব। কোয়ান্টামে এসে আমি যে প্রশান্তি পেয়েছি, তা অমূল্য।

[মো. শাহজাহান আলী, উপাধ্যক্ষ]

এখন আমি আত্মবিশ্বাসী

মুহাম্মাদ আ. ছবুর

কোয়ান্টামে এসে জীবন সম্পর্কে আমি নতুন ধারণা পেয়েছি। এখানে আসার আগে যখনই কোনো কাজ করতে যেতাম, কোনো আত্মবিশ্বাস পেতাম না। কাজটার শেষ পর্যন্ত লেগে থাকতে পারতাম না। কিন্তু এখন আমি অনেক আত্মবিশ্বাসী।

এখন থেকে যা শিখে গেলাম, সেই তুলনায় কোর্স ফি-র টাকা খুব সামান্যই মনে হচ্ছে।

এ প্রশান্তি অমূল্য

ফাতেমা বেগম

এখানে এসে নতুনভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে পারছি। শোকের আলহামদুলিল্লাহ বলতে পারছি। দৈহিক, মানসিক, আত্মিক-সব ব্যাপারে সুস্থতার অনুভূতি কাজ করছে। পরিবারের সবাইকে এখানে আনা প্রয়োজন।

সন্তানকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে এবং জীবনে প্রথম হওয়ার অনুপ্রেরণা দিতে কোর্সের শিক্ষাগুলো প্রত্যেক মা-বাবার জন্য প্রয়োজন। কোয়ান্টামে এসে আমি যে প্রশান্তি পেয়েছি, তা অমূল্য।

[ফাতেমা বেগম, প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ]

তাছাড়া কতভাবেই তো টাকা খরচ হয়ে যায়, অপচয়ও হয়।

সেখানে জীবনকে সুন্দর করতে এ খরচ খুব সামান্য কিন্তু উপকার অনেক বেশি। তরুণদের সবার এ কোর্সে আসা উচিত।

[মুহাম্মাদ আ. ছবুর, প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ]

বড় স্বপ্ন দেখতে পারছি

মো. নজরুল ইসলাম

আগে মনে করতাম, পেশাগত জীবনটাই বোধহয় সব। কিন্তু এখানে এসে জানলাম, জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে সফল হওয়াই প্রকৃত সাফল্য। পেশা, সুস্থতা, পরিবার-সবকিছুর বিষয়ে মনোযোগী হতে শিখেছি। এখন নিজেকে নিয়ে, জাতিকে নিয়ে বড় স্বপ্ন দেখতে পারছি।

[মো. নজরুল ইসলাম, প্রভাষক, সমাজকল্যাণ বিভাগ]

পরিবারে প্রশান্তি বেড়েছে

ডালিয়া

কোয়ান্টাম মেথড মানুষকে জীবনের ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতন করে। ভালো মানুষ হতে শেখায়। কোর্সে এসে আমি রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি। এখন আমি জানি, রেগে গেলাম তো হেরে গেলাম। এছাড়াও অনুভব করছি, পরিবারে প্রশান্তি অনেক বেড়েছে।

[ডালিয়া, প্রভাষক, ম্যানেজমেন্ট বিভাগ]

লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে

আফরিনা রওশন মীম

কোর্সে আসার আগে বেশিক্ষণ পড়ালেখা করলে আমার খুব মাথাব্যথা হতো। মেডিটেশন করে মাথাব্যথা অনুভব করছি না। আগে ছোটখাটো নানা বিষয়ে টেনশন কাজ করত। এখন নিজেকে অনেক সুস্থির মনে হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, আমি জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পেরেছি।

[আফরিনা রওশন মীম, দ্বাদশ শ্রেণি, বিজ্ঞান বিভাগ]

রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি

নাফিজ ইমতিয়াজ হুদয়

শিক্ষকদের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই আমি কোর্সে এসেছি। আমার অনেক রাগ ছিল। কোর্সে এসে অনুভব করছি, রাগ অনেকটাই কমে গেছে। আমার ইচ্ছাশক্তিও বেড়েছে। বিশ্বাস করতে পারছি, লেখাপড়ায় আগের চেয়ে ভালো করতে পারব।

[নাফিজ ইমতিয়াজ হুদয়, অনার্স, ম্যানেজমেন্ট বিভাগ]

সাধারণ মানুষের আস্থাই কোয়ান্টামের সবচেয়ে বড় অর্জন

এডভোকেট মাওলাদ হোসেন সানা



আমি আমার মাকে নিয়ে বরিশালে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৮৩ ব্যাচে অংশ নিই। আমার পরিবারের আরো অনেকেই পরবর্তীতে কোর্স করেছে। মেডিটেশন চর্চা করে ব্যক্তিগতভাবে বেশ উপকৃত হয়েছি। একজন শোকরগোজার মানুষ হতে শিখেছি, মনে প্রশান্তি এসেছে এবং ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আগের চেয়ে সহজ হয়েছে।

আমি মনে করি, সঠিক মানুষ হতে হলে এ কোর্সের কোনো বিকল্প নেই। এই ভাবনা থেকেই পরবর্তীতে কলেজের গভর্নিং বডির মিটিংয়ে সম্মিলিতভাবে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, এ কলেজের শিক্ষকদের মেডিটেশন কোর্সে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করা হবে।

কারণ মেডিটেশন চর্চা করলে মন প্রশান্ত থাকে এবং প্রতিটি কাজে আরো বেশি মনোযোগী হওয়া যায়। আমি মনে করি, একজন ভালো শিক্ষক হতে হলে এই গুণগুলো থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন।

তাই ভালো শিক্ষার্থী গড়ার লক্ষ্যেই শিক্ষকদের এতে অংশ নেয়া প্রয়োজন। কোর্সে শিক্ষকদের অংশগ্রহণে যেহেতু আমরা ভালো ফল পেয়েছি, তাই বলব, অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরও এরকম পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

একইসাথে পড়ালেখায় ভালো করার জন্যে শিক্ষার্থীদেরও উৎসাহিত করা উচিত এ কোর্সে অংশ নেয়ার জন্যে। বিশেষ করে টিন-এজ ছেলেমেয়েরা কোয়ান্টামে এলে তাদের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। নিজেদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

কোর্সের বিষয়ে যখন সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেছি, সেভাবে কোনো প্রতিকূলতার সম্মুখীন আমরা হই নি। কারণ কোয়ান্টামের প্রতি সাধারণ মানুষ এখন আস্থাশীল। যারা কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করে নি, তারাও জানেন কোয়ান্টাম ভালো কাজ করে। মানুষের এই আস্থা ও বিশ্বাস-এটা কোয়ান্টামের অনেক বড় অর্জন বলে আমি মনে করি।

[এডভোকেট মাওলাদ হোসেন সানা, সভাপতি, গভর্নিং বডি, সৈয়দ বজলুল হক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, বাইশারী, বরিশাল]

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন » ? » উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : আমরা দুই ভাই এক বোন। বোন ২০ বছরের ছোট। বিয়ের পর থেকে বোন এবং বোন জামাই তাদের দুই সন্তান নিয়ে আমাদের বাড়িতেই আছে। আমরা দুই ভাই, বয়স ৪১ এবং ৩০। আমাদের বাবা-মা বোনের যাবতীয় খরচ বহন করেন। অথচ বোন জামাইয়ের আয় মাসে এক লাখ টাকা। আমার বাবার একটি বাড়ি আছে। সেখান থেকে আসে ৭০ হাজার টাকা, মা পায় ৪০ হাজার। মা-রও একটি বাড়ি আছে। মায়ের সব টাকা বোন জামাই পায়। আর টাকার নিয়ন্ত্রণ থাকে বোনের কাছে। মা ছেলেদের সাথে এমন আচরণ করেন যেন ছেলেরা পর আর জামাই তার পেটের সন্তান। মা শুধু তার ছেলেদের সাথে অভিনয় করেন। এই অবস্থায় আমরা দুই ভাই আমাদের পরিবার ও সন্তান নিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় থাকি। এছাড়াও পারিবারিক অশান্তি তো আছেই। প্রো-একটিভ থাকতে খুব কষ্ট হয়। আপনি যদি বিষয়টি নিয়ে বলেন, তাহলে খুব উপকৃত হবো।

উত্তর : আপনারা ৩০ বছর এবং ৪১ বছর বয়সের দুজন পুরুষ মানুষ। আপনারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন আর ভাবছেন যে, মা-বাবার বাড়ি বা টাকা আপনাদেরকে নিরাপত্তা দেবে। এর চেয়ে দুঃখের তো আর কিছু নেই। মা-বাবা যাকে খুশি দিয়ে দিক। আপনার রিজিক কি কাউকে দিতে পারবে? আর এই বয়সে মা-বাবার কাছ থেকে নিরাপত্তা চাওয়ার তো কিছু নেই। এখন মা-বাবাকে নিরাপত্তা দেবে সন্তানেরা।

এই বয়সী একজন পুরুষের নিজের কর্মক্ষমতা এবং নিজের পরিচয় থাকা উচিত। কখনোই মা-বাবার ওপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়। মা-বাবা তাদের টাকা দিয়ে যা খুশি করুন। কীভাবে মা-বাবার সেবা করা যায় তা চিন্তা করুন। তাহলে আপনি বড় হবেন। আর আপনি যদি চান যে, মা-বাবা আপনাকে দেখবে, আপনাকে নিরাপত্তা দেবে, তাহলে কোনোদিনই আপনি বড় হতে পারবেন না। আপনার মেধাকে কাজে লাগাতে পারবেন না।

আপনি যেহেতু এ পর্যন্ত উপার্জন করে মা-বাবাকে দেন নি, অতএব তাদের উপার্জনের দিকে তাকাবেন না। তাকালে দৃষ্টিটা ছোট হয়ে যাবে। আর এই তাকানো মানে হচ্ছে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক। মা-বাবা অন্যকে কী দিয়ে দিল সেদিকে দৃষ্টি দিতে দিতে আপনি কী উপার্জন করতে পারেন, সেদিকে দৃষ্টি দিতে পারছেন না। কারণ যখন কেউ অন্যের দিকে দৃষ্টি দেয়, তখন সে নিজের সম্ভাবনার দিকে আর দৃষ্টি দিতে পারে না। নিজে কী করতে পারে তা সে তখন ভুলে যায়।

অতএব মা-বাবার সম্পত্তির দিকে কখনো তাকাবেন না। বরং তাদের বলবেন, তোমাদের সম্পদ যাকে খুশি তোমরা দিয়ে যাও। আমাদের যা দরকার আমরা শ্রম দিয়ে তা অর্জন করব এবং নিজেদের পাশাপাশি তোমাদের প্রয়োজনও যাতে পূরণ করতে পারি সেজন্যে দোয়া করো।

অর্থাৎ এ বয়সে আপনারা মা-বাবার আশ্রয়স্থল হবেন। মা-বাবার যত সম্পদ থাক বা না থাক, মা-বাবাকে যেন প্রত্যেক মাসে হাত খরচ দিতে পারেন, সেই চেষ্টা করবেন। এটাই হচ্ছে সুসন্তান হিসেবে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি। সে দাতা হবে, গ্রহীতা নয়। এমনকি মা-বাবার কাছ থেকেও নেবে না। তাই সবসময় চিন্তা

করবেন, আমি মা-বাবাকে কী দিতে পারি। প্রার্থনা করবেন, আল্লাহ! আমার মস্তিষ্কটাকে কাজে লাগানোর তৌফিক দাও, যেন আমি মা-বাবাকে মাসে লাখ টাকা দিতে পারি।

আমি দুঃখিত, আপনার প্রতি কোনো সমবেদনা জানাতে পারলাম না। আমি দোয়া করি যেন আপনার ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি দূর হয়।

আর এই যে বাবা-মা মেয়ে আর জামাইকে নিয়ে থাকে-এর মানে তারা মেয়ে জামাইয়ের প্রতি সন্তুষ্ট। এই জামাই তো যথেষ্ট বুদ্ধিমান। তার কাছে আপনি বুদ্ধিতে হেরে গেছেন। তা না হলে আপনার মা-বাবা আপনার সাথে অভিনয় কেন করবে? কারণ আপনি সবসময় শুধু পেতে চেয়েছেন আর পেতে শিখেছেন। কিন্তু যা পেতে চান, তা অর্জন করতে শিখুন। সে লক্ষ্যে কাজ শুরু করুন আজ এই মুহূর্ত থেকে।

কারণ, মানুষ যেভাবে তার লক্ষ্য স্থির করে, আল্লাহ তায়ালা তার কর্মধারাকে সেভাবেই পরিচালিত করেন। আপনার লক্ষ্যটা এখনো নেতিবাচক, ফলে আপনার কাজে বরকত আসবে কম। তাই লক্ষ্যকে ইতিবাচক করুন। নিজে বড় হওয়ার চেষ্টা করুন, উপার্জন করুন। দাতা হওয়ার চিন্তা করুন। তাহলে আপনি সফল হবেন।

প্রশ্ন : আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা। উদ্দেশ্য ছিল অবসরের পরপরই আমার এলাকায় অবহেলিত মানুষের কল্যাণে কাজ করব। কিন্তু অবসরের একমাসের মাথায় আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। তাই হতাশায় ভুগছি যে, আমার উদ্দেশ্য সাধিত হলো না। তবে আমি মনছবিতে আমার সেই উদ্দেশ্যই দেখি। আমি কি পারব?

উত্তর : মোরারজি দেশাই যদি ৮৭ বছর বয়সে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন, গান্ধী মেয়ার ৮০ বছর বয়সে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন, তাহলে ৫৯ বছর বয়সে আপনি কেন কাজ করতে পারবেন না? কেন হতাশায় ভুগবেন?

আপনি আসলে মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছেন। আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, অবসর মানে ফুরিয়ে যাওয়া নয়, বরং নতুনভাবে জীবন শুরু করা। আপনি প্রতি শুক্রবার সাদাকায়নে আসুন। নিয়মিত ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন সেবামূলক কাজে অংশ নিন। লোকজনকে উৎসাহ দিন, ভালো কথা বলুন। অর্থাৎ সঙ্গে থাকুন। আপনি দেখবেন, একটা নতুন ও অর্থবহ জীবন খুঁজে পাচ্ছেন।

এভাবে যত কাজের মধ্যে থাকবেন, তত ভালো থাকবেন। কোয়ান্টামে আমরা বলি, যত ব্যস্ত তত সুস্থ। আর কী কাজ করবেন, কীভাবে করবেন সে লক্ষ্যটি আপনার কাছে পরিষ্কার থাকতে হবে। এই লক্ষ্য থাকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

লক্ষ্যটা কত গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে একটা রিপোর্ট আছে। এক লক্ষ ৩৬ হাজার মানুষের ওপর পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, যাদের জীবনে স্থির লক্ষ্য আছে, তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি এবং হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি ৮০% কম। যেহেতু তার লক্ষ্য আছে, মিশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত তো তিনি মারা যেতে পারেন না। আমাদের অলি-বুজুগেরা যে দীর্ঘায়ু হতেন, সেটা এভাবেই। এই লক্ষ্য হচ্ছে আপনার মূল চালিকাশক্তি। লক্ষ্যই আপনাকে সক্রিয় রাখবে।

তবে কাজটা হতে হবে নিজের কল্যাণে ও

অন্যের কল্যাণে। নিজের জন্যে কাজ করতে করতে মানুষ ক্লান্ত হয়ে যায়। কিন্তু অন্যের জন্যে কাজ করলে ক্লান্তি আসে না। অন্যের একটা উপকার করলে মনে যে তৃপ্তির হাসি আসে, ওই হাসিটা আপনার আয়ু বাড়িয়ে দেয়।

একজন মানুষের প্রথম ২৫ বছর তো শিখতে শিখতেই কেটে যায়, তারপরে ২৫ বছর বা ২৯ বছর চাকরি করার পর তিনি যখন অভিজ্ঞতায় সবচেয়ে পরিপক্ব, তখন তাকে আমরা অবসরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। দিনের পর দিন কর্মহীনতায় তিনি ধীরে ধীরে একসময় অসুস্থ হয়ে পড়েন। খেয়াল করলে দেখবেন, মৃত্যুর সবচেয়ে পিক-পিরিয়ড হচ্ছে জন্মের প্রথম বছর এবং অবসর গ্রহণের প্রথম বছর।

রিটায়ারমেন্ট এই নিয়মে হওয়া উচিত যে, যতদিন একজন মানুষ কর্মক্ষম থাকছেন ততদিন তিনি কাজ করবেন। সেটা ৭০, ৮০, ৯০ বা একশ বছরও হতে পারে। কিন্তু একজন মানুষ যখন সমাজকে দেয়ার জন্যে সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত এবং অভিজ্ঞতায় ভরপুর, তখন আমরা তাকে একেজো করে দিচ্ছি। এটা তো হওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন : সর্বসাকুল্যে আয় করি ২৫ হাজার টাকা। আমার পরিবারের ভরণপোষণ এবং ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়াম দিয়ে মাসের শেষে তেমন কিছুই থাকে না। আমি কেমন করে আমার আয়ের ১০% বা ২০% দান করব?

উত্তর : ইন্স্যুরেন্স কি আপনার জীবনের নিশ্চয়তা দিতে পারবে? অনেকেই আমাকে বলেন, একটা ইন্স্যুরেন্স করেন। যদি মারা যান! আমি বলি, মারা গেলে তো গেলাম, তারপর আমি টাকা দিয়ে করবটা কী? আর পরিবার-পরিজনের জন্যে তো আল্লাহ আছেন। আল্লাহ আমাকে যেরকম দেখছেন, তাদেরকেও সেভাবেই দেখবেন। পৃথিবীতে কি এতিন মানুষ হচ্ছে না? বরং অনেক সময় অনেক এতিন খুব ভালোভাবে মানুষ হয়। আসলে সন্তানের জন্যে ধন-সম্পত্তি টাকা-পয়সা জমিয়ে রেখে যাওয়া আপনার দায়িত্ব নয়। আপনার দায়িত্ব হচ্ছে তাকে শিক্ষিত ভালো মানুষ বানানোর চেষ্টা করা।

তাই আপনাকে দান বাড়াতে হবে। তারপরে আল্লাহকে বলবেন, আল্লাহ! আমার রিজিক বাড়িয়ে দাও। আমাকে উপার্জন বাড়ানোর পথ করে দাও। এবং নিজে সে লক্ষ্যে সচেষ্ট হবেন সাধ্যমতো। অর্থাৎ ইন্স্যুরেন্স যদি করতেই হয়, রিয়েল লাইফ ইন্স্যুরেন্স করবেন-যা প্রিমিয়ামসহ মৃত্যুর পরে পাবেন। আর দান না করা বা দান কমানোর অজুহাত খুঁজবেন না কখনো। বরং দান বাড়ানোর অজুহাত খুঁজবেন এবং সবসময় চিন্তা করবেন যে, দান যেহেতু বাড়ানো, উপার্জন কীভাবে বাড়াতে পারি। অনুসন্ধান করুন। আপনি দেখবেন, উপার্জন বেড়ে গেছে।

এ মাসের অটোসাজেশন

ফলাফল নিয়ে আমি কখনো
অস্তির হবো না।
সঠিক প্রক্রিয়ায় আমি আমার
কাজ করে যাব।

চট্টগ্রামে বিশেষ আলোচনায় মা-জী নাহার আল বোখারী পরিবার বাঁচলে বাঁচবে ব্যক্তি, সমাজ ও দেশ



১২ ফেব্রুয়ারি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম সেন্টারের উদ্যোগে চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ ওয়ার্কশপ।

ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক মা-জী মাদাম নাহার আল বোখারী-র পরিচালনায় তিন ঘণ্টাব্যাপী এ ওয়ার্কশপটি অনুষ্ঠিত হয়।

সুখী পরিবার নির্মাণে মেডিটেশনের ভূমিকা বিষয়ক আলোচনায় তিনি বলেন, কোয়ান্টাম দুই যুগ ধরে বলছে, পরিবার বাঁচলে ব্যক্তি, সমাজ ও দেশ বাঁচবে। আর এই সুখী পরিবার গড়তে প্রয়োজন পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, মমতা, ধৈর্যধারণ ও ত্যাগের মানসিকতা। এজন্যে পরিবারে মেডিটেশন চর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নিয়মিত মেডিটেশন মনকে প্রশান্ত করে, অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত করে এবং সমস্যা মানুষ হিসেবে একজনকে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

আলোচনা ছাড়াও ছিল মা-জীর পরিচালনায় বিশেষ পারিবারিক মেডিটেশন। গ্রাজুয়েট, প্রো-মাস্টার মিলিয়ে ৫২৮ জন এতে অংশগ্রহণ করেন।

জিমন্যাস্টিকস ৯ ৩৬টি পদকের ২৯টিই কোয়ান্টাদের



১০-১৩ মার্চ অনুষ্ঠিত ৩৪ তম জাতীয় বয়সভিত্তিক জিমন্যাস্টিকস প্রতিযোগিতায় কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের মোট ২৪ জন কোয়ান্টা (বালক ও বালিকা) অংশ নেয়। ২০টি দল ও সার্ভিসেস-এর মোট ১৬০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে এ আয়োজনে।

এতে প্রথমবারের মতো মেয়ে কোয়ান্টারা অংশ নিলেও দুটি ইভেন্টে ছয়টি পদকের পাঁচটিই অর্জন করেছে তারা। বয়সভিত্তিক চারটি গ্রুপের নয়টি ইভেন্টে অংশ নিয়ে মোট ৩৬টি পদকের ২৯টিই অর্জন করে কোয়ান্টারা। এর মধ্যে স্বর্ণপদক নয়টি এবং রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক ১০টি করে।

ছেলেদের তিনটি এবং মেয়েদের একটি গ্রুপে ফ্লোরসেট, ভল্টিং টেবিল, প্যারালাল বার ও মার্শরুম ইভেন্টগুলোতে অংশ নেয় কোয়ান্টারা। কীতং খুমি ও উহাই মং মার্মা দুটি করে স্বর্ণপদক এবং মংচিংফ্রং মার্মা একটি স্বর্ণ ও দুটি ব্রোঞ্জপদক লাভ করে।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ জিমনেসিয়ামে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকার তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার জিল্লার রহমান। পুরস্কার বিতরণ পর্বে সভাপতিত্ব করেন জিমন্যাস্টিকস ফেডারেশনের সভাপতি শেখ বশির আহমেদ। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন স্কয়ার গ্রুপের পরিচালক ও মাছরাঙা টেলিভিশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অঞ্জন চৌধুরী। এছাড়াও গেমস চলাকালে এক শুভেচ্ছা সফরে আসেন রাশিয়ান দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি ক্রিস্টিয়ানা বয়কো।

শেরে বাংলা
জাতীয়
স্টেডিয়ামের
একাডেমিক
ভবনে
আয়োজিত
বিশেষ
মেডিটেশন
সেশনে
ধ্যানমগ্ন
বাংলাদেশ
জাতীয়
মহিলা
ক্রিকেট
দলের
সদস্যরা

জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অংশগ্রহণে বিশেষ মেডিটেশন সেশন



৩ মার্চ একটি বিশেষ মেডিটেশন সেশন অনুষ্ঠিত হয় মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামের একাডেমিক ভবনে। সাড়ে তিন ঘণ্টাব্যাপী এ সেশনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের ১৫ জন মহিলা ক্রিকেটারসহ শ্রীলঙ্কান কোচ মি. জনক গামাগে এবং দলের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অফিসিয়াল স্পন্সর কিউট-এর উদ্যোগে আয়োজিত

এ সেশনটি পরিচালনা করেন ফাউন্ডেশনের কাউন্সেলর বনানী তানজিমা রহমান।

খেলায় মনোযোগ, একাগ্রতা, আত্মবিশ্বাস ও টিম স্পিরিট বাড়ানোর বিষয়ে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা দেন তিনি।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নারীদের ক্রিকেটে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্বকারী এ খেলোয়াড়রা অংশ নেন শিখিলায়ন মেডিটেশনে।

বরিশাল সেল-এ বিশেষ সেমিনার ও লিডারশিপ ট্রেনিং প্রোগ্রাম

৯ মার্চ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন বরিশাল সেল-এ ধর্মীয় দৃষ্টিতে মেডিটেশন বিষয়ক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে আলোচনা করেন ফাউন্ডেশনের আর্ডেন্টারি মওলানা ছায়ীদুল হক। এ সেমিনারে শতাধিক এসোসিয়েট ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টাররা।

এছাড়াও ১৫ মার্চ বরিশাল সেল-এ অনুষ্ঠিত হয় লিডারশিপ ট্রেনিং প্রোগ্রাম। এতে আলোচনা করেন

ফাউন্ডেশনের অর্গানাইজার ইঞ্জিনিয়ার প্রাণজিৎ লাল শীল ও মাকসুদ হোসাইন।

সংস্কারের দৃষ্টিতে নেতৃত্বের ধরন ও সমস্যা নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশে করণীয় প্রসঙ্গে তারা আলোকপাত করেন।

কোয়ান্টারি ও দায়িত্বশীলদের সাংগঠনিকভাবে আরো দক্ষ ও চৌকস করে তোলার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় ব্যতিক্রমী এ কার্যক্রম।

আবশ্যিক

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের জন্যে শিক্ষক/ শিক্ষিকা/ আবাসিক শিক্ষক (ন্যূনতম অনার্স পাশ), বিজ্ঞান বিভাগের জন্যে (পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত) শিক্ষক/ শিক্ষিকা আবশ্যিক। বিএড ও নিবন্ধনকৃত প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। শিশুকানন ও শিশুসদনের শিক্ষার্থীদের দেখাশোনার জন্যে ব্রাদার, সিস্টার (ন্যূনতম এসএসসি পাশ) ও সিকিউরিটি গার্ড আবশ্যিক।

এছাড়াও কোয়ান্টাম-এর জন্যে কিছু সংখ্যক মালি, মাঠকর্মী প্রয়োজন। যোগাযোগ :

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক,

শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩



জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশ স্বাধীনতা দিবসে এবারও প্রথম হলো কোয়ান্টারা

কোয়ান্টারা এবারও প্রথম হলো

টানা দ্বিতীয়বারের মতো এবারও জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে অংশ নেয়া ৫২টি স্কুল ও বিভিন্ন শিশুসংগঠনের সাথে প্যারেড ও কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতা করে প্রথম হয়েছে বান্দরবান, লামাস্থ কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থী কোয়ান্টারা।

২৬ মার্চ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে ঢাকার বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে প্রতিবছর আয়োজিত হয় জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশ। বরাবরের মতোই এ-বছরও অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের শিক্ষার্থী কোয়ান্টাদের অসাধারণ প্যারেড-নৈপুণ্য বিস্ময়-অভিভূত করে মাঠে উপস্থিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সম্মানিত অতিথিবর্গ ও গ্যালারিতে উপবিষ্ট প্রায় দুসহস্রাধিক দর্শক ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের।

আত্মবিশ্বাসে দৃষ্ট ওরা

২০১৫ সালে ঢাকাসহ দেশের খ্যাতনামা ও ঐতিহ্যবাহী ৪৫টি স্কুল ও সংগঠনের সাথে প্রতিযোগিতা করে প্যারেড ও কুচকাওয়াজে প্রথম স্থান অর্জন করেছিল কোয়ান্টারা। প্রথমবারের সাফল্য ধরে রাখার অদম্য ইচ্ছেটা ছিল সত্যি, কিন্তু চাপের বদলে কোয়ান্টারা ছিল ওদের চিরাচরিত ও অনন্য আত্মবিশ্বাসে দৃষ্ট।

তাই গতবারের চেয়ে অন্যান্য স্কুলগুলোর লক্ষণীয় উন্নতিও কোয়ান্টাদের বিজয়ের পথে কোনো বাধা হতে পারে নি। নিরবচ্ছিন্ন প্রস্তুতি ও কঠোর অনুশীলনে আপসহীন থেকে নিজের সর্বোচ্চটুকু দেয়ার ব্যাপারে তারা ছিল দৃঢ় প্রত্যয়ী। এ প্রচেষ্টার ফলস্বরূপই আসে তাদের এবারের সাফল্য। এক অনবদ্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করে টানা দ্বিতীয়বারের মতো

প্রথম হয় কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজ।

আর এর সাথে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের আন্তরিক দোয়া ও স্টেডিয়ামে বড় একটি অংশের সরব উপস্থিতি মানসিকভাবে উজ্জীবিত ও আরো ভালো করার অনুপ্রেরণা যোগায় কোয়ান্টাদের। আয়োজনের পুরোটা সময় কোয়ান্টাদের সক্রিয় সমর্থন দিয়ে গেছেন তারা।

উল্লেখ্য, এবারের প্যারেড ও কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে উত্তরার মাইলস্টোন কলেজ এবং সরকারি শিশু পরিবার, তেজগাঁও।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল বাদক দল ॥ অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজ প্যারেড দলে এবার ছিল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণির মোট ৭০ জন কোয়ান্টা। আর এর পাশাপাশি গতবারের মতো এবারও আনসার ও ভিডিপি-র পেশাজীবী বাদক ও বিউগারদের বাইরে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজের বাদকদলই ছিল একমাত্র দল যারা বেসরকারিভাবে কোনো স্কুলের উদ্যোগে গঠিত ও পরিচালিত।

আকর্ষণীয় সাজপোশাকে সজ্জিত এ বাদকদলে অংশ নেয় ৫৯ জন কোয়ান্টা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অভিবাদন জানায় জয় বাংলা, বাংলার জয় ... গানের তালে তালে। মাঠ প্রদক্ষিণকালে সুসজ্জিত এই ব্যান্ডদলের প্রায় তিন মিনিটব্যাপী পরিবেশনাটি প্রধান অতিথিসহ মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে স্টেডিয়ামের সকল দর্শককে।

প্রান্তিক একটি অঞ্চল থেকে এসে দেশের সেরা স্কুলগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করে পর পর দুবার প্রথম হয়ে কোয়ান্টারা প্রমাণ করল মানুষ তার মনছবির সমান। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, সুপরিকল্পনা ও নিরলস প্রচেষ্টায় যে-কোনো আন্তরিক স্বপ্নই একসময় রূপ নেয় বাস্তবে।

কোয়ান্টাদের কথা

বান্দরবানের লামার প্রত্যন্ত এক জনপদে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্যে ২০০১ সালে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজ। মাত্র সাতটি মুরং শিশুকে নিয়ে এর যাত্রা শুরু হলেও ২০১৬-তে এসে পাছাড়ি বাঙালি আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী সংখ্যা এখন সহস্রাধিক।

আর এ শিশুদের অনু-বস্ত্র-বাসস্থানসহ শিক্ষা ও সমস্ত আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বেড়ে ওঠার যাবতীয় ব্যয় বহন করছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশনের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের মাটির ব্যাংকে সঞ্চিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান ও স্বচ্ছাসেবীদের সহযোগিতা নিয়ে এই সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা গড়ে উঠছে আলোকিত মানুষ হিসেবে। এরাই কোয়ান্টা, লেখাপড়া ও খেলাধুলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যারা রাখছে কৃতিত্বের স্বাক্ষর।

কোয়ান্টাম বিশ্বাস করে মেধার কোনো জাত নেই, পাত নেই, ধর্ম নেই, বর্ণ নেই, গোত্র নেই। তাই ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকল শিশু এখানে তাদের মেধা বিকাশের সুযোগ পাচ্ছে সমানভাবে।

উল্লেখ্য, ২০০৩ থেকে বান্দরবানে জেলা পর্যায়ে এবং ২০০৯ থেকে চট্টগ্রামে বিভাগীয় পর্যায়ে বিজয় দিবসের কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লেতে নিয়মিতভাবে প্রথম হয়ে আসছে কোয়ান্টারা। অপ্রতিদ্বন্দ্বী নৈপুণ্য প্রদর্শনের কারণে চট্টগ্রামে সব সময়ের জন্যে বিশেষ পারদর্শিতা পুরস্কারে ভূষিত হয় ওরা।

দেশের যে-কোনো প্রান্তে কোনো অসহায় অনাথ এতিম শিশুর সন্ধান পেলে এবং শিশুটির অভিভাবকত্ব কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের কাছে হস্তান্তর করতে চাইলে আপনার নিকটবর্তী কোয়ান্টাম সেন্টার শাখা সেল-এর সাথে যোগাযোগ করুন।